শব্দার্থ ও টীকা

4

কাশীরাম দাশ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

4.1 প্রস্তাবনা

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছেন। তখন তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে। অনেক পড়াশোনা, অনেক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় তাঁর গ্রাম সাগরদাঁড়ির কথা, ছোটোবেলায় চেনা কপোতাক্ষ নদের কথা। আর সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কবিদের কথা, পাশ্চাত্যদেশের লেখকদের কথা, দেশের নানা মনীষীদের কথা। সেই সময়ে তিনি ইটালীয় কবি পেত্রার্কের এক নতুন শৈলীতে লেখা কবিতায় আকৃষ্ট হন। তার নাম 'সনেট'। মধুকবি সেই চোদ্দটি পঙ্‌ক্তির কবিতার অনুসরণে তাঁর মনে পড়া বিষয়গুলিকে নিয়ে কবিতা লিখলেন। নাম দিলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি'।

'কাশীরাম দাস' নামের কবিতাটি ওই জাতীয় কবিতা। কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাকাব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালি পাঠককে মহাভারতের রসসুধা পান করিয়েছেন। বাঙালিমাত্রেই এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মধুকবি বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এই ছোট্ট কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কাশীরামের মহান কীর্তিকে স্মরণ করেছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

এই কবিতার ভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা হল বাংলা ভাষার প্রাচীন শব্দের সঙ্গে আধুনিক শব্দের মিশ্রণ। যেমন, রাখিলা, তেমতি, পূজি, মুকতি, খননি, নারিবে — এগুলি প্রাচীন পদ, শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয়। এই সব বিশেষ রূপের সঙ্গে 'আকুল', 'রোদন', 'গৌড়'-এর মতো আধুনিক শব্দ পাশাপাশি বসেছে। কাশীরাম দাস বাংলা সাহিত্যের একজন প্রাচীন কবি, তাঁর স্মরণে রচিত এই কবিতায়, প্রাচীনতার গৌরব ফুটিয়ে তোলার জন্য ভাষার এমন মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

4.2উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি —

- কবি মধুসূদনের মহাকবি কাশীরাম দাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে পারবেন;
- মহাভারত মহাকাব্যের মহনীয়তার কথা স্মরণ করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ বোধ করবেন;
- সাধারণ বাঙালির মহাভারত মহাকাব্যের মূল রসগ্রহণের কথা জানতে পারবেন;
- 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতার গঠন-কাঠামোর বিষয় জানতে পারবেন;
- এই কবিতায় উল্লেখিত পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্রের কথা জানতে পারবেন।

4.3 মূল পাঠ

কাশীরাম দাস

(1)

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;

(2)

সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

সনেট (Sonnet) = বিশেষ রীতিতে লেখা চোদ্দ লাইনের গীতিকবিতা।
চন্দ্রচূড় = চূড়ায় যার চন্দ্র।
জটাজাল = জটারাশি।
যেমতি = যেমনভাবে।
সংস্কৃত-হ্রদ = সংস্কৃত ভাষা-রূপ আবদ্ধ জলাশয়।
জাহ্নবী = গঙ্গা নদীর অন্য নাম।
ভারত-রস = মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ।
নর-কুল-ধন = মানুষের সমাজের সম্পদ।
সাধিলা = সাধন বা সম্পন্ন করলেন।
ভগীরথ = সগর বংশের সন্তান, রাজা।
সগর বংশ = সগর নামে এক পৌরাণিক রাজার কুল।

ভারত-রস = মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ।
ভাষা-পথ = ভাষারূপ পথ।
খননি = খনন করে, খুঁড়ে।
স্ববলে = নিজের শক্তিতে।
কবীশ = কবিশ্রেষ্ঠ।
কাশি = কাশীরাম দাস।

4.4 বিষয়ের রূপরেখা

চন্দ্রচূড় . . . তিন ভুবন

4.4.1 গদ্যরূপ :

পবিত্র গঙ্গা (জাহ্নবী) যেমন মহাদেবের জটামণ্ডলে আবদ্ধ ছিলেন, ঋষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঠিক তেমনি মহাভারত মহাকাব্যের রূপ রসকে সংস্কৃত-ভাষারূপ হ্রদে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ফলে সেই রসসুধা পানে আকুল বাঙালি তৃষ্ণায় রোদন করছিল। সগর বংশের সন্তান রাজা ভগীরথ যিনি পৃথিবীর বুকে তপস্যা করে ধন্য এবং মানবসমাজে সম্পদবিশেষ, তিনি কঠোর তপস্যায় গঙ্গাকে মর্তে এনে সগরবংশের শাপভ্রষ্ট সন্তানদের মুক্ত করলেন। গঙ্গাকে প্রবাহিত করে তিন ভুবনকে (স্বর্গ-মর্ত-পাতাল) পবিত্র করলেন।

4.4.2 বক্তব্যসার :

মহাকবি বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় 'মহাভারত' মহাকাব্য রচনা করেন। মূল কাহিনি যদিও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, সেই কাব্যের বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সমস্ত যুগের কথাই যেন ধরা পড়েছে। ভাবতে অবাক লাগে এই কাব্যে এমন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আজকের জীবনেও সত্য। এই কাব্যে একদিকে যেমন সত্য, ধর্ম, প্রেম, ভালোবাসা, শান্তি, মনুষ্যত্বের কথা আছে, অন্যদিকে ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, মোহ, ধ্বংস ও যুদ্ধের কথা আছে। এই কাব্যের ভাষা এবং ছন্দ রসসমৃদ্ধ। পাঠকমাত্রেই এর স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হন। কিন্তু দুঃখের কথা, সংস্কৃত না-জানা বাঙালি এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনলেও নিজে পড়ে এর স্বাদগ্রহণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে কবি কাশীরাম দাস এক মহৎ কাজ করেছেন। একে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুললিত পয়ার ছন্দে (চরণগুলির শেষে মিল এবং চোদ্দো অক্ষরের কবিতা)।

কবি মধুসূদন সুন্দর উপমার সাহায্যে কাশীরামের কীর্তিগাথা বর্ণনা করেছেন। তিনি পুরাণের আখ্যান অবলম্বন করে বলেছেন যে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হলে, অনেক বছর বাদে সেই বংশের সন্তান রাজা ভগীরথ গভীর তপস্যায় গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করে মর্তে এনে সেই সন্তানদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে গঙ্গার মর্তে নামার সময় সেই প্রবল স্রোতকে ধারণ করা কঠিন ছিল। মহাদেবের জটাজালে তিনি আবদ্ধা ছিলেন। ভগীরথ কঠিন তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।

কবি মধুসূদন কাশীরাম দাসকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা মহাভারত মহাকাব্যরূপ গঙ্গা যেন সংস্কৃত ভাষারূপ মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। আর কাশীরাম কঠোর পরিশ্রম করে সেটি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় ও সুখপাঠ্য করে তোলেন। তিনি সুললিত ছন্দে বাংলা মহাভারত রচনা করেছেন। তিনি শুধু একারণে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভারতবর্ষের পবিত্রতম নদী গঙ্গাকে মর্তে এনে মর্ত্যলোককে ভগীরথ পবিত্র করেছেন, ঠিক তেমনি কাশীরামও মহাভারতরূপ পবিত্র মহাকাব্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি ধন্য।

পাঠগত প্রশ্ন 4.1

১। বন্ধনীর মধ্য থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসান ঃ

ক) চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি ————। (গঙ্গা/জাহ্নবী)

শব্দার্থ ও টীকা

খ) . . ঢালি ———— রাখিলা যেমতি। (বাংলা-হ্রদে/ সংস্কৃত-হ্রদে)

গ) কঠোরে গঙ্গায় পূজি ———— ব্রতী, (ভগীরথ/সগর)

ঘ) পবিত্রিলা আনি ————, এ তিন ভুবন। (মায়ে/ মাকে)

২। **একটি বাক্যে উত্তর লিখুন :**

ক) 'ভারত-রস' বলতে কী বোঝায়?

খ) সগর-বংশের অভিশপ্ত সন্তানদের মুক্তিসাধন করলেন কে?

গ) কীসের তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ রোদন করত?

ঘ) 'কাশীরাম দাস' কবিতার কবির নাম কী?

ঙ) সংস্কৃত-হ্রদের সঙ্গে কীসের তুলনা করা হয়েছে?

৩। **প্রতিশব্দ দিন :**

ক) জাহ্নবী

খ) চন্দ্রচূড়

৪। **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিকের বিষয়ের মধ্যে ঠিক সম্পর্কটির সংখ্যা শূন্যস্থানে লিখুন :**

A	উত্তরের সংখ্যা	**B**
i) সংস্কৃত-হ্রদ		(a) কাশীরাম দাস
ii) ভগীরথ -		(b) জাহ্নবী
iii) মহাভারত মহাকাব্য -		(c) মহাদেবের জটা

সেই রূপে . . . পূণ্যবান

4.4.3 গদ্যরূপ :

সেইভাবে নিজের শক্তির সাহায্যে ভাষার পথকে (সংস্কৃত ভাষা) খনন করে (খুঁড়ে) ভারত-রসের (মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ) স্রোত তুমি বইয়ে দিয়েছ এবং তা করেছ তার নির্মল বা পবিত্র জলে গৌড়ের (বঙ্গবাসীর) তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে। গৌড়দেশ (বঙ্গদেশ/বাঙালি জাতি) সে ঋণ কখনও শোধ করতে পারবে না। মহাভারতের কথা (কাহিনি) অমৃত বা সুধার মতো। ওগো কাশীরাম, তুমি শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পুণ্যবান্ বা মহত্ত্বের অধিকারী।

4.4.4 বক্তব্যসার :

কবি কাশীরাম দাসের কাছে বাঙালির ঋণের শেষ নেই। মহাকবি বেদব্যাসের মহাভারতকে সংস্কৃতভাষা-না-জানা বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। তা করেছেন বাংলায় ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে। একথা ভাবতে গেলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে আসে।

এ কাজকে কবি মধুসূদন ভগীরথের গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসার মতোই কঠিন বলে মনে করেছেন। স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘ যাত্রাপথকে খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করেছিলেন ভগীরথ। ঠিক তেমনি কাশীরাম সংস্কৃত রূপ কঠিন ভাষায় লেখা কাহিনিকে যেন খনন করে, অর্থাৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সহজ রাস্তা তৈরি করেছেন। সেইপথে গঙ্গারূপ মহাভারতের রসধারাকে প্রবাহিত করেছেন।

এর ফলে মহাভারতের স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত তৃষ্ণার্ত বাঙালি সুললিত ছন্দে লেখা বাংলা মহাভারতের নির্মল জল পানে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পেরেছিলেন। এজন্য কাশীরাম দাসের ঋণ বাঙালি কখনওই শোধ করতে পারবে না। এই অসাধারণ কীর্তির জন্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম কাশীরাম দাস ধন্য।

পাঠগত প্রশ্ন 4.2

১। **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসান :**

ক) সংস্কৃতে লেখা মহাভারত মহাকাব্যের রচয়িতা ছিলেন ————। (কৃত্তিবাস/ কাশীরাম দাস/ ঋষি দ্বৈপায়ন)

খ) গৌড়ভূমি কার ধার শোধ করতে পারবেন না? ———— (ঋষি দ্বৈপায়নের/ মধুসূদনের/ কাশীরাম দাসের)

গ) জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে ———— জলে! (নির্মল/ মিষ্টি/ বিমল)

ঘ) 'হে কাশি!' — এখানে 'কাশি' হলেন ————। (কাশীধাম/ বেনারস/ কাশিবাবু/ কাশীরাম দাস)

২। **'ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি' — 'ভারত-রস' বলতে কবি যা বুঝিয়েছেন তা বোঝাতে নীচের ঠিক খোপটিতে (✓) চিহ্ন দিন।**

ক) ভারতের রস — ☐

খ) মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ — ☐

গ) ভারতবর্ষের কাহিনি — ☐

ঘ) গঙ্গানদীর প্রবাহ — ☐

৩। **'গৌড়ভূমি' বলতে বোঝায় — (ঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন) :**

ক) পশ্চিমবঙ্গ

খ) বঙ্গভূমি

গ) বাঙালি জাতি

ঘ) পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্র)

৩। **নীচের শব্দগুলির প্রাচীন রূপের জায়গায় আধুনিক রূপ লিখুন :**

ক) যেমতি _____

খ) তেমতি _____

গ) পূজি _____

ঘ) পবিত্রিলা _____

ঙ) খননি _____

চ) নারিবে _____

শব্দার্থ ও টীকা

4.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা মহাভারতের রচয়িতা (অনুবাদক) কাশীরাম দাসের নাম এবং মহান কীর্তির কথা।
2. সগর বংশের রাজা ভগীরথের স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে প্রবাহিত করার পৌরাণিক কাহিনি।
3. মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতার নতুন রীতি অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতা লেখার বিষয়।
4. কবি মধুসূদনের মহাকবি কাশীরাম দাসের প্রতি বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা।
5. বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ শব্দ, যা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না।

4.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'কাশীরাম দাস' কবিতাটি গঠনের দিক দিয়ে কী জাতীয় কবিতা?
2. কবিতাটির নাম 'কাশীরাম দাস' রাখা হয়েছে কেন? (চার/পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন)
3. কাশীরাম দাসকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? (৪/৫টি বাক্যে লিখুন)
4. দ্বৈপায়ন কে? তিনি বিখ্যাত কেন? তিনি কী নামে বিখ্যাত ছিলেন?
5. কীসের তৃষ্ণায় বঙ্গবাসী আকুলভাবে রোদন করেছেন? কে সেই তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেছেন? কীভাবে তিনি সে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন ২/৩টি বাক্যে লিখুন।
6. মহাভারতের কথা অমৃত-সমান বলে কেন মনে করেছেন মধুকবি? কাশীরাম দাসকে কবিদের মধ্যে পুণ্যবান বলেছেন কেন ২/৩টি বাক্যে লিখুন।
7. কবিতাটির অন্য কী শিরোনাম দেওয়া যায়?
8. সংস্কৃত হ্রদকে মহাদেবের জটার সঙ্গে এবং জাহ্নবীর সঙ্গে মহাভারত মহাকাব্যের তুলনা কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? সংক্ষেপে লিখুন।

4.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

4.1

১. ক) জাহ্নবী,
খ) সংস্কৃত-হ্রদে,
গ) ভগীরথ,
ঘ) মায়ে।

২. ক) মহাভারত মহাকাব্যের রসসুধা বা সেই কাব্যের অপূর্ব কাহিনির স্বাদ।
খ) সগর-বংশের ভস্মীভূত সন্তানদের মুক্তি সাধন করলেন সেই বংশের সন্তান ভগীরথ।

গ) মহাভারতের রসসুধা পানে বঞ্চিত বাংলাদেশ তৃষ্ণায় আকুল হয়ে রোদন করত।

ঘ) কবির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ঙ) সংস্কৃত-হ্রদের সঙ্গে মহাদেবের জটামণ্ডলের তুলনা করা হয়েছে।

৩. ক) গঙ্গা

খ) মহাদেব বা শিব

৪. i) (c)

ii) (a)

iii) (b)

4.2

১. ক) ঋষি দ্বৈপায়ন,

খ) কাশীরাম দাস,

গ) বিমল,

ঘ) কাশীরাম দাস।

২. খ)

৩. খ)

৪. ক) যেমন

খ) তেমন

গ) পূজা করে

ঘ) পবিত্র করলেন

ঙ) খনন করে, খুঁড়ে

চ) পারবে না

কবি পরিচিতি

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪। জন্মস্থান — বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম, কপোতাক্ষ নদের ধারে। পিতা - রাজনারায়ণ, মাতা - জাহ্নবী দেবী। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। পরে কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন এই কলেজের 'উজ্জ্বলতম ছাত্র'। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি একদিকে যেমন ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগী হয়ে ওঠেন, তেমনি পাশ্চাত্য আচার- আচরণেও প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। এর ফলে হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ করেন এবং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যান। ১৮৪৮-এ চলে যান মাদ্রাজে এবং সেখানে সাত বছর ছিলেন। সেখানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করেন। প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে এমিলি হেনরিয়েটা নামে এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেন। কলকাতাতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন। ১৮৬২ সালে বিলেতে যাবার আগেই তিনি লেখেন 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'

শব্দার্থ ও টীকা

প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে তাঁর যেসব বই ওই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় সেগুলি হল — 'তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য', 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'রামায়ণ মহাকাব্য' অবলম্বনে রচিত। এই মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যের এক বৈপ্লবিক রচনা। ফরাসি দেশে থাকাকালে ইটালীয় কবি প্রেত্রার্কের 'সনেট'-এর অনুসরণে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে অভিনব কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন — 'কপোতাক্ষ নদ', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'কৃত্তিবাস', 'কাশীরাম দাস' ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

4.8 সমধর্মী কবিতা

'কাশীরাম দাস' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মধুসূদন একদিকে যেমন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর মহনীয়তাকে স্মরণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ভাষার বেড়াজাল থেকে একে মুক্ত করে বাঙালি পাঠককে এর রসসুধা পান করাবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতার ছাঁদে বাংলা রামায়ণ-এর রচয়িতা কৃত্তিবাসকেও স্মরণ করেছেন নীচের কবিতাটিকে।

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! - কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথাস্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পুর্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি।
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরি;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।